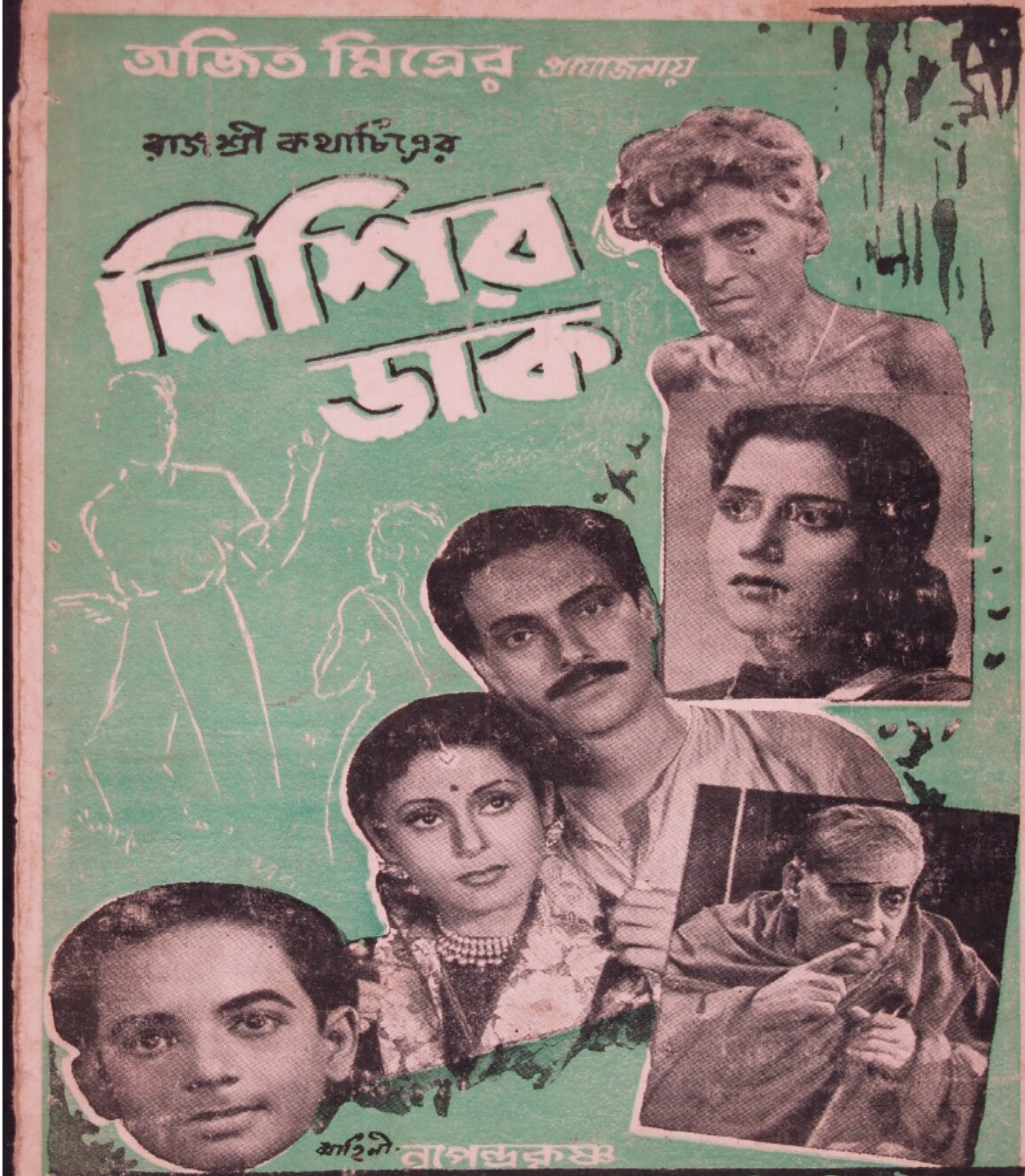

অজিত মিত্রের প্রযোজনায়
রাজশ্রী কথাচিত্রের
নিশির ডাক
কাহিনী · নগেন্দ্রকৃষ্ণ
পরিবেশক · ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড

11-2-49

অজিত মিত্রের প্রযোজনায়

রাজশ্রী কথাচিত্রের

নিবেদন

—নিশির ডাক—

কাহিনী চিত্রনাট্য : শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক : অশ্বিনী মিত্র

চিত্রশিল্পী : সুধীর বোস

শব্দযন্ত্রী : সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : সুকুমার মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : চিত্ত রায়

ব্যবস্থাপনায় : পূর্ণেন্দু চৌধুরী

সুজিত মিত্র

রসায়নে : জগৎ রায়চৌধুরী

শিল্প-নির্দ্দেশ : নির্ম্মল মেহেরা

স্থির চিত্র : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ সজ্জা : সুধীর দত্ত

গীতিকার : শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিজয় গুপ্ত

পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

আশু দে

চিত্রশিল্প : বীরেন কুশারী

চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণে : দুর্গাদাস মিত্র

জগদীশ চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীতে : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

ঐকতান : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সম্পাদনায় : কালী প্রসাদ রায় চৌধুরী

রসায়নে : নিরঞ্জন, জগবন্ধু, প্রফুল্ল, দুর্গাদাস, নবকুমার

আলোকসম্পাত : বিমল দাস, রবীন, নিত্যানন্দ, লালমোহন, বিজয়, লক্ষ্মীনারায়ণ

—ভূমিকায়

স্মৃতিরেখা, তপতীরাণী, অপর্ণা, বিমান, বিপিন, মনোরঞ্জন, বেচু, নৃপতি, কুমার মিত্র, জয়নারায়ণ, ফণিরায়, মাষ্টার শম্ভু, ধীরেশ, দেবু, শিবু, নীলরতন, নকুল, সহদেব, রমা, গৌরী, দীপিকা প্রভৃতি।

নিশির ডাক

বর্ত্তমানকালে আমাদের চোখের সামনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। যুদ্ধের আরম্ভের মুখে জাপানী বোমার ভয়ে, শহর খালি করে লোক উন্মাদের মতন গ্রামের দিকে ছুটলো। আবার তার কয়েক বছর পরেই ক্ষুধার তাড়নায় দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটে এলো, শহরের পথে পথে গৃহ-হারা অসহায়দের আস্তানা গড়ে উঠলো, পথের ধারেই অসহায় ভাবে অনেকে মারাও গেল।

আমাদের এই গল্প, যা আপনারা কিছুক্ষণ পরেই পর্দ্দায় দেখবেন, এই শহর-ছেড়ে গ্রামে-যাওয়া আর গ্রাম-ছেড়ে-শহরে-আসার মধ্যেকার ঘটনা।

গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সদানন্দ যখন দেখলেন, দলে দলে শহরের লোক গাঁয়ে ছুটে আসছে, তখন তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এতদিন দুঃখ কষ্ট, রোগ ব্যাধি নিয়েও তাঁরা গ্রামে আলাদা ভাবে একটা স্বতন্ত্র জীবন যাপন করছিলেন ; তাঁর ভয় হলো, এই শহুরে সংস্পর্শে এসে গ্রামের সেই সনাতন জীবন-ধারা নষ্ট হয়ে যাবে, শহরের বিলাসিতা এবং বাসন

গ্রামকে নষ্ট করে দেবে। তাঁর ভয় পাবার একটি বিশেষ কারণ ছিল, তাঁর মেয়ে সাবিত্রী। মা-মরা তাঁর এই একটি মাত্র সন্তানকে তিনি প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলছিলেন। বাইরের জগৎকে তিনি ভয় করতেন এবং অতি সযত্নে সাবিত্রীকে সেই বাইরের জগতের সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখেছিলেন।

কিন্তু তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটলো। কালের গতিকে রোধ করবার শক্তি কারুরই নেই। সেই স্তিমিত গ্রামে দেখতে দেখতে শহরের আমদানী সব কিছু জিনিসই গজিয়ে উঠতে লাগলো. বিশেষ করে এলো "টকি"। এই টকির মোহে গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েরা সব ছুটলো। সদানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, কি ভাবে সেই ছায়াচিত্রের অলীক জীবন গ্রামের লোকদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। তিনি স্থির করলেন, অন্তত তাঁর মেয়েকে সেই ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখবেন।

টকির গানের শব্দ বাতাসে ভেসে আসে, সাবিত্রী মিনতি জানায়, তার কুমারী হৃদয়ের সহজ কৌতূহল, সেও টকি দেখতে যাবে। তার সঙ্গীরা, প্রতিবেশীরা তো সবাই যাচ্ছে। সদানন্দ গম্ভীরকণ্ঠে বারণ করেন, বলেন, মা, ও ডাক কাণে তুলিস্ নি! ঐ হলো নিশির ডাক। মানুষকে ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে, অন্ধকার তেপান্তর মাঠের মাঝখানে বিভ্রান্ত করে দেয়।

কিন্তু পিতার সমস্ত নিষেধ সত্ত্বেও মেয়ের অন্তরে সেই মায়াবীর ডাক এসে পৌছায়। সঙ্গিনীদের সাহায্যে সাবিত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে আধুনিক উপন্যাস পড়তে সুরু করে দেয়। সেই সব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তার মনে জাগিয়ে দেয় এক রোমান্টিক ক্ষুধা, প্রেম সম্বন্ধে এক কাব্যিক ধারণা।

তাদের বাড়ীর সামনে আস্তানা গাড়ে অদ্ভুত চরিত্র একটী মেয়ে, ডলি তার নাম। দিনের বেলায় সেই বাড়ীতে বিশেষ কাউকে দেখা যায় না কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কোথা থেকে সেখানে হয় যুবকদের ভীড়। রাত্রির অন্ধকারেই আবার তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা এহেন ক্ষেত্রে যা করে, এখানেও তাই করলো। ডলি সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটাতে লাগলো।

ভাগ্যচক্রে সাবিত্রী গোপনে ডলির সঙ্গে পরিচিত হলো। ডলি দেখলো সাবিত্রীর মধ্যে, বাঙালী ঘরের সেই নিরীহ পোষা ভালমানুষ মেয়েটী, যে নিজের ঘর আর রান্নাঘর ছাড়া আর কিছুই জানে না। সাবিত্রী ডলির মধ্যে দেখলো, উপন্যাসে—পড়া সেই সব অদ্ভুত লোকদের বাস্তব পরিচয়। ডলি সাবিত্রীর মধ্যে জাগিয়ে তুল্লো, বর্ত্তমান যুগের জীবন দেখার, জীবনকে জানার রোমান্টিক স্পৃহা। এবং তাতে ইন্ধন যোগাল, শোভনদা। শোভন তরুণ বিপ্লবী। জীবনের কোন বন্ধনকে সে স্বীকার করে না। মৃত্যু তার সহচরী। এই ক্ষণিক জীবন সে সৈনিকের মত চায় ভোগ করতে। সাবিত্রীকে দেখে তার ভাল লাগলো। ডাক দিলো সাবিত্রীকে ঘর ছেড়ে তাদের পথের খেলায় মাততে। সাবিত্রীর ভীরু মন কেঁপে উঠলো।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ সদানন্দের কাণে উঠলো। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েকে আরো কড়া নজরে রাখলেন। কিন্তু তখন তার মনের ভিতর সুরু হয়ে গিয়েছে রঙের নেশা। সে কল্পনায় দেখে, তার জীবনের রাজকুমারকে।

এমন সময় একদিন হঠাৎ ডলি তার দলবল শুদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেল। বিপ্লবীর জীবন তাদের, কোথাও একজায়গায় বেশীদিন স্থায়ীভাবে বাস করবার উপায় নেই। কিন্তু সাবিত্রীর মনে তারা সেই ক্ষণিক সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে যে সুর ধরিয়ে দিয়ে গেল, তাতে করে সাবিত্রীর মনের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল।

এ হেন সময় হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনায় সদানন্দ পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে সেই রাত্রেই পাশের গাঁ থেকে বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনা হলো।

বিনোদ ডাক্তার আর তার কম্পাউণ্ডার, এই ছিল বিনোদের সংসার। ধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল-প্রাণ এই গ্রাম্য ডাক্তার জীবনের কোন জটিলতার খবর রাখতো না। অতি অল্পেই সে সন্তুষ্ট, তার মনের জগতে বিক্ষোভ বলে কিছু ছিল না।

জীবনে সেই প্রথম সে সাবিত্রীর মতন একজন তরুণী নারীর সংস্পর্শে এলো; সদানন্দের পা ব্যাণ্ডেজ করে দিতে দিতে সাবিত্রীর হাতের সঙ্গে তার হাতের সংস্পর্শ লাগাতে সে শিউরে উঠলো। সাবিত্রীরও ভাল লাগলো। তার মনের কল্পনার রঙে সে ডাক্তারকেই তার রাজকুমার

বলে ধরে নিল। সদানন্দও উপযুক্ত বুঝে, ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করলো। এবং বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস যেতে না যেতে সাবিত্রীর রোমান্টিক মন বুঝতে পারলো, সে ভুল করেছে। যাকে স্বামী বলে সে গ্রহণ করলো, তার মধ্যে কবিত্বের কোন চিহ্নই সে পেলো না। চাঁদের আলো দেখলে প্রথম যেকথা তার মনে হয়, তা হচ্ছে ঠাণ্ডা লাগার ভয়। সাবিত্রীর রোমান্টিক মনের সঙ্গে ডাক্তারের সহজ সরল জীবনের পদে পদে বিরোধ লাগতে লাগলো। কিন্তু ডাক্তার সে বিরোধের কোন খবরই রাখতো না। সে তৃপ্ত এবং সে ধরে নিয়েছিল, সাবিত্রীও তৃপ্ত।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মতন এলো আবার, ভুলে-যাওয়া শোভনদার স্মৃতি। সাবিত্রীর শান্ত অসন্তুষ্ট জীবনের মধ্যে ঝড়ের মত এসে পড়লো শোভন।

এবং তার কি পরিণতি হলো, তাই আপনারা দেখতে পাবেন এই ছায়াছবিতে। যে নিশির ডাক সাবিত্রীর কুমারী মনকে উতলা করে তুলেছিল, পরে তারই আহ্বানে সে সাড়া দিয়ে জীবন দেখতে বেরুলো।

জীবনকে সে কি ভাবে দেখলো ?

এই প্রশ্নেরই উত্তর আছে, ছবির শেষ-চিত্রে।

নিশির ডাকের সঙ্গীত

(১)

হৃদি মন্দিরে আয় সুন্দর
আয় সুন্দর শ্যাম মনোহর

মেদুর মধুর মেঘের মায়ায়
ঘন নীপবনে তমাল ছায়ায়
পথ চেয়ে চেয়ে দিন বয়ে যায়
এস এস মন ঘন-চর

সুন্দর তুমি চির সুন্দর
চির সাথী তুমি মোর—
তোমার পরাণে আমার পরাণে
বাঁধা রাঙা-রাখী ডোর
চির সাথী তুমি মোর

কিশোরী হিয়ার সকল মধু
তোমা তরে আছে হে মোর বঁধু
আমার ভবনে আমার ভুবনে
জেগে আছ ভুবনেশ্বর॥

সাবিত্রীর গান

(২)

অগ্নিশিখা ! অগ্নিশিখা !
আমরা তোমার সন্তান
জরার জীর্ণ মরার দেশে
গাই আগুনের জয়-গান !

জয় ! জয় ! জয়
বন্ধন হোক্ ক্ষয় !

বলেছিলে আসবে তুমি
মৃত্যু তোমার নাই
তোমার গলায় ফাঁসীর দাগ
খুঁজে বেড়াই তাই !
বাংলা দেশের সকল মেয়ের
চিরকালের ভাই
তোমারই জয় গাই ;
ফুল তুমি ফুলের কুঁড়ি
প্রথম ফোটা ফুল,
প্রথম শহীদ মৃত্যু দিয়ে ভাঙলে সবার ভুল !
বাংলা মায়ের চোখের মাণিক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর
মুকুট বিহীন রাজা তুমি আমার পৃথিবীর।
রাজা আমার নেতা আমার আমার প্রাণের ভাই
তোমারই জয় গাই ॥

ছলির গান

(৩

বাঁশীর সুরে জোয়ার এল
প্রাণের কুলে কুলে
আমি আমায় গেছি ভুলে।
নীল আকাশের তারায় তারায়
কেবলি মন হারায় হারায়।
কেমন ক'রে কোথায় বসি
রাখি তারে তুলে,
আমি আমায় গেছি ভুলে।
বসে আছি তারি আশায় আসবে যে জন চিনে
দু'টী বাহুর বাঁধন দিয়ে নেবে আমায় কিনে।
তারি কাছে দিয়ে ধরা হ'ব আমি স্বয়ম্বরা
পুলক দোলায় পরাণ শুধু উঠবে দুলে দুলে।

সাবিত্রীর গান

(৪)

গাও গান গাঁথ মালা
যতনে সাজাও ডালা
প্রথম মিলন রাত এসেছে ফিরে, এসেছে ফিরে।
খুলে দাও বাতায়ন, আজ নিশি জাগরণ—
উঠুক জ্যোছনা, মোর ভুবন ঘিরে।
এই রাতে জোছনাতে তুমি আর আমি গো
হাসি গান অফুরান অন্তর যামি-গো।
আঁখিতে মিলায়ে আঁখি
হৃদয়ে হৃদয় রাখি
যাপিব দু'জনে এই মধুর নিশিরে।

সাবিত্রীর গান

(৫)

মাঝ দরিয়ায় ভ্যাইসা তরী
মানিক পীর, ও মানিক পীর।
পূব গগনে উঠছে দেয়া
ও মানিক পীর, মানিক পীর।

রাজাভাইএর গান

রাজশ্রী কথাচিত্রের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

কিষাণ

প্রযোজনা : অজিত মিত্র

কাহিনী : মন্মথ রায়

পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দ্রুত প্রস্তুতির পথে

Published by Eastern Talkies Limited & Printed at Prosanna Printing Press
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা